



71267 - উট, গরু ও ছাগল-ভড়োর যাকাতের নসোব

প্রশ্ন

গবাদপিশুর যাকাতের নসোব কত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গবাদপিশু হলো উট, গরু ও ছাগল-ভড়ো। এছাড়া অন্য কোনো পশুতে যাকাত ফরয হয় না। কেবল অন্যসব পশু দিয়ে ব্যবসা করা হলে তখন যাকাত ফরয হয়।

১- উটের নসোব: আলমেদরে ঐকমত্যে পাঁচটি উট। পাঁচ উটে একটা ছাগল বা ভড়ো যাকাত দিতে হবে। এরপর দশটি উটে দুটি ছাগল বা ভড়ো। পনেরটি উটে তিনটি ছাগল বা ভড়ো। বশিটি উটে চারটি ছাগল বা ভড়ো। পঁচিশটি উটে একটি এক বছর বয়সী উষ্ট্রী। ... এভাবে হাদীসে বর্ণিত নসোব যমেনটা সামনে আসবে।

সুতরাং কারো যদি চারটি বা তার চেয়ে কম উট থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। তবে সে চাইলে দিতে পারে।

এর দলীল বুখারীতে (১৪৫৪) বর্ণিত হাদীস, আনাস রাদয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আবু বকর রাদয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে বাহরাইনে প্রবেশ করছিলেন তখন তিনি তাকে এই পত্রটি লিখেছিলেন: “বসিমল্লাহরি রাহমানরি রাহীম (পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে)। এটাই যাকাতের নসিব যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমিদরে জন্ম নরিধারণ করছেন এবং যা আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূলকে নরিদশে দিয়েছেন। মুসলমিদরে মধ্যযে যার নকিট হতে এ নয়িম অনুযায়ী যাকাত চাওয়া হবে সে যেনে তা আদায় করে। আর এ নয়িমেরে চয়ে বশে চাওয়া হলে সে যেনে তা না দয়ে: চব্বশিটি বা তার চেয়ে কম সংখ্যক উটেরে যাকাত প্রতী পাঁচটি উটেরে বপিরীতে একটি ভাড়ো বা ছাগল দিয়ে আদায় করতে হবে। যদি উটেরে সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছে তখন পঁয়ত্রিশটি পরযন্ত উটেরে যাকাত একটি মাদী ‘বনিতো মাখায়’ (যে উট দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করছে)। উটেরে সংখ্যা ছত্রিশে পৌঁছলে পঁয়তাল্লিশ পরযন্ত একটি মাদী ‘বনিতো লাবুন’ (যে উট তৃতীয় বছরে পদার্পণ করছে)। উটেরে সংখ্যা ছেচল্লিশে পৌঁছলে ষাট পরযন্ত সঙ্গমযোগ্য একটি ‘হকিকা’ (যে মাদী উট চতুর্থ বছরে পদার্পণ করছে)। উটেরে সংখ্যা একষট্টিতে পৌঁছলে পঁচাত্তর পরযন্ত একটি ‘জায়া’আ’ (যে উটনী পঞ্চম বছরে পদার্পণ করছে)। উটেরে সংখ্যা ছয়াত্তরে পৌঁছলে নব্বই পরযন্ত দুইটি ‘বনিতো লাবুন’। উটেরে সংখ্যা একানব্বইতে পৌঁছলে একশ বশি পরযন্ত সঙ্গমযোগ্য দুটি ‘হকিকা’। উটেরে সংখ্যা একশ বশিরে অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রতী চল্লিশটির জন্ম একটি করে ‘বনিতো লাবুন’ এবং



(অতিরিক্ত) প্রতি পঞ্চাশটির জন্য একটি করে ‘হকিকা’। আর যার কাছে চারটির বেশি উট নই সেগুলোর উপর কোন যাকাত ফরয হবে না। তবে মালিকি স্বচ্ছেছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু উটের সংখ্যা যখন পাঁচটিকে পৌঁছবে তখন একটি ভড়া বা ছাগল ওয়াজবি হবে।...”

বনিতে মাখায় এমন উষ্টরী যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে।

বনিতে লাবুন এমন উষ্টরী যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়েছে।

হকিকা এমন উষ্টরী যার বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়েছে।

জায়া‘আ এমন উষ্টরী যার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়েছে।

২- গরুর যাকাতের নসাব: অধিকাংশ আলমেদের মতে ত্রিশটি। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী‘ অথবা তাবী‘য়া এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি মুসন্নাহ।”[তিরমযী: ৬২২, ইবনে মাজাহ: ১৮০৪; আলবানী সহীহ তিরমযীতে হাদীসটিকে সহীহ বলছেন।]

তাবী‘ হলো: এমন গরুর বাছুর যার এক বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করেছে। এমন গরুর বাছুরকে তাবী‘ (পশ্চাৎগামী) বলা হয় যহেতে সে তার মাকে অনুসরণ করে চলে। (আর স্ত্রী-লঙ্গিরে ক্ষেত্রে তাবীয়া’ বলা হয়)।

মুসন্নাহ হলো: এমন গাভী যার দুই বছর পূর্ণ হয়েছে। এমন গরুর অন্য নাম সানয়্যাহ।

৩- ছাগল-ভড়োর যাকাত: আলমেদের ইজমার ভিত্তিতে চল্লিশটি। প্রতি চল্লিশটিতে একটি। কারণ আনাস রাদিয়াল্লাহু থকে বর্ণিত যার হাদীসটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে আছে: “ছাগলের যাকাত সম্পর্কে: চারণভূমিতে চরে এমন ছাগল-ভড়োর ক্ষেত্রে চল্লিশটি হতে একশ বশিটি পর্যন্ত একটি ছাগল বা ভড়া / এর বেশি হলে দুইশটি পর্যন্ত দুটি ছাগল বা ভড়া / দুইশের অধিক হলে তিশ পর্যন্ত তিনটি ছাগল বা ভড়া / তিশের বেশি হলে প্রতি একশ-তে একটি করে ছাগল বা ভড়া / কারণে মালকিনায় চারণভূমিতে চরে এমন ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নই। তবে স্বচ্ছেছায় দান করলে তা করতে পারে।”

গবাদিশুর যাকাত আবশ্যিক হওয়ার জন্য অধিকাংশ ফকীহ শরত দিয়েছেন যার পশু অবশ্যই ‘সায়মো’ হওয়া। সায়মো হলো যার পশু বছরে অধিকাংশ সময় বধৈ (সাধারণ) চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণ করে। আর যার পশুকে মালিকি নিজ খরচে খাওয়ায় সটোর উপর যাকাত নই। তবে সেই পশু ব্যবসার জন্য হলে তখন যাকাত আবশ্যিক হবে। চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণ করা শরত হওয়ার দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে চারণভূমিতে চরে এমন ছাগলের উপর ...”[দখুন, আল-মুগনী (২/২৩০-২৪৩)]



‘ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ’ (৯/২০২)-তে আছে:

“আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, সায়মো (চারণভূমিতে চরে খায় এমন) উট, গরু ও ছাগল-ভেড়ার ওপর যাকাত ফরয হবে; যদি সগেলোর সংখ্যা নসোব পরমাণে পৌঁছে। আর নসোবের সূচনা উটেরে ক্ষতেরে পাঁচটি থেকে। গরুর ক্ষতেরে ত্রিশটি থেকে। আর ছাগল-ভেড়ার ক্ষতেরে চল্লিশটি থেকে। সায়মো হলো ঘাস বা এ জাতীয় কিছু চরে খায় এমন পশু। এর বপিরীতে রয়েছে যে সব পশুককে মালকি খাদ্য দিয়ে বা যগেলোককে মালকি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে।

যে সব পশুককে মালকি খাদ্য দিয়ে এবং যগেলোককে কাজে খাটায় সগেলোর উপর যাকাত ফরয কনি এ ব্যাপারে আলমেদেরে মতভেদে রয়েছে। অধিকাংশ আলমেদেরে মতে যাকাত ফরয নয়। দললি হলো আহমাদ, নাসাঈ ও আবু দাউদ কর্তৃক বাহয ইবনে হাকীমেরে হাদিস। যে হাদিসটি তনি তার বাবা থেকে এবং তনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: “সায়মো উটেরে ক্ষতেরে প্রতি চল্লিশটি উটে একটি বনিত লাবুন দিতে হবে ... ” আল-হাদীস। উটেরে উপর যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষতেরে তনি চারণভূমিতে চরে খাওয়াকে শর্ত করছেন। সুতরাং যে উটকে মালকি নজি খাদ্য দিয়ে সটোর উপর যাকাত ফরয হবে না। আর কাজে ব্যবহৃত পশুতে যাকাত ফরয না হওয়ার দলীল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: “কাজে ব্যবহৃত পশুতে কোনও সদাকা (যাকাত) নই।”

তবে ইমাম মালকে ও একদল আলমেদেরে মতে যে পশুককে মালকি নজি খাদ্য দিয়ে এবং যে পশুককে কাজে খাটানো হয় সগেলোর উপরও ফরয হয়। ... ”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।